প্রথম আলো বাংলাদেশ

গুলশানে রেস্তোরাঁয় জঙ্গি হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক | আপডেট: ০৪:১৪, জুলাই ০২, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

রাজধানীর কূটনৈতিক এলাকা গুলশানের একটি রেস্তোরাঁয় গতকাল শুক্রবার রাতে সন্ত্রাসী হামলায় পুলিশের অন্তত দুজন কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২০ জন পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ২১ জন।

সন্ত্রাসীরা রেস্তোরাঁর ভেতরে থাকা দেশি-বিদেশি নাগরিকদের জিম্মি করেছে। জিম্মি দশায় থাকা বিদেশির সংখ্যা ২০ জনের মতো হবে বলে বিভিন্ন সূত্র দাবি করেছে। রাতেই ইসলামিক স্টেট (আইএস) এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

হামলায় নিহত দুই পুলিশ কর্মকর্তা হলেন ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সহকারী কমিশনার রবিউল ইসলাম ও বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাহউদ্দিন। তাঁদের মরদেহ গুলশানের বেসরকারি ইউনাইটেড হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রয়েছে।

রাত সোয়া একটার দিকে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ডিবির (উত্তর) উপকমিশনার শেখ নাজমুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, হামলায় ডিবির সহকারী কমিশনার ও বনানী থানার ওসি নিহত হয়েছেন। আরও ২০ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত ব্যক্তিরা শঙ্কামুক্ত বলে তিনি জানান।

দুই পুলিশ কর্মকর্তা নিহত * আহত ২১ * দেশি–বিদেশি নাগরিক জিম্মি * আইএসের দায় স্বীকার

রাত পৌনে দুইটায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিএমপির গুলশান বিভাগের এডিসি আজিমুল হক সাংবাদিকদের বলেন, ‘রেস্টুরেন্টে ঝামেলা হয়েছে শুনে রবিউল ও সালাউদ্দিন রেস্তোরাঁয় ভেতরে

ঢুকেছিলেন। এ সময় তাঁদের ওপর গ্রেনেড অথবা বোমা চার্জ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।'
রাত তিনটায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জিম্মি সমস্যার সমাধান হয়নি। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা জিম্মিদের উদ্ধারে অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তলব করা হয়েছে সামরিক কমান্ডো।

এর আগে রাতে র্যা বের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা তাদের (হামলাকারী) সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। তারা কী চায় সেটা জানার চেষ্টা করছি। হতাহত যাতে কম হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে।'
পুলিশ সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, গতকাল শুক্রবার রাতে পৌনে নয়টার দিকে গুলশান ২ নম্বরের ৭৯ নম্বর সড়কে 'হলি আর্টিজান বেকারি' নামের রেস্তোরাঁয় এ হামলা হয়। এই স্প্যানিশ রেস্তোরাঁটি বিদেশিদের কাছে জনপ্রিয়। এর পাশেই লেকভিউ ক্লিনিক ও নরডিক ক্লাব।
হামলার সময় রেস্তোরাঁর ভেতরে ছিলেন আর্টিজান বেকারির ফুড অ্যান্ড বেভারেজ শাখার কর্মকর্তা সুমন রেজা। হামলার পরপরই তিনি রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, রাত ৮টা ৪৫ মিনিটের দিকে আটজনের মতো যুবক অতর্কিতে ঢুকে পড়েন। তাঁদের একজনের হাতে খোলা তলোয়ার ছিল, অন্যদের হাতে ছিল ছোট আগ্নেয়াস্ত্র। ঢুকেই তাঁরা ফাঁকা গুলি করেন। বেকারিতে ২০ জনের মতো বিদেশি নাগরিক ছিলেন।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন, রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে রেস্তোরাঁর ভেতর থেকে অস্ত্রধারীরা পরপর দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটান। এ সময় কয়েকটি গুলির শব্দও শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁর চারদিকে ঘিরে থাকা র্যা ব-পুলিশ সরে যায়। এ সময় বেকারির সামনে কয়েকজন পুলিশ

সদস্যকে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এরপর বনানী থানার ওসি সালাহউদ্দিনসহ আহত কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হামলার পরপরই র্যা ব ও পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে। গুলশানের সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দেশের যেসব নাগরিক জিম্মি হয়েছেন, তাঁদের স্বজনেরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

র্যা বের মহাপরিচালক রাতে ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের বলেন, 'রেস্তোরাঁর ভেতরে যারা আছে, তাদের জীবনের নিরাপত্তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। যারা বিপথগামী লোকজন ভেতরে আছে, তাদের সঙ্গে আমরা কথাবার্তা বলতে চাই।' তিনি বলেন, 'সন্ধ্যার পরে এখানে একটি স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় অনেকে লোকজন খেতে আসেন। কয়েকজন অস্ত্রধারী ভেতরে প্রবেশ করেছে। আমাদের কাছে এটুকুই খবর। রেস্তোরাঁর যেসব কর্মচারী বের হতে পেরেছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমরা এখন চেষ্টা করছি শান্তিপূর্ণভাবে বিষয়টি সমাধান করতে। এ বিষয়ে আমরা আপনাদের সহায়তা চাই।'

আহত: হামলায় ২০ জন পুলিশ সদস্য ও একজন বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৮ জন এখন গুলশানের বেসরকারি ইউনাইটেড হাসপাতালে এবং তিনজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর।

রাত ১১টার দিকে আহত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় গুলশান থানার ওসির নিরাপত্তারক্ষী মানিক মিয়াকে। তাঁর গায়ে স্প্লিন্টার লেগেছে।

ইউনাইটেড হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সেখানে চিকিৎসাধীন সবাই পুলিশ সদস্য। এঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ব্যক্তিরা হলেন প্রদীপ কুমার, আলমগীর ও রাজ্জাক। প্রদীপ ও আলমগীর গুলশান থানার পুলিশের সদস্য। তাঁদের পায়ে গুলি লেগেছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মিজানুর রহমান বলেন, দুই পুলিশ সদস্যের একজনের পা থেকে গুলি অপসারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আহত রাজ্জাক গাড়িচালক। রাজ্জাক তাঁকে জানিয়েছেন, জাপানি চারজন পোশাক ক্রেতাকে ওই রেস্তোরাঁয় নামিয়ে দিয়ে তিনি বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হন তিনি। মিজানুর রহমান বলেন, রাজ্জাকের গলা ও হাতে আঘাত লেগেছে। তাঁর অবস্থা গুরুতর।

জিম্মি: ঘটনাস্থল থেকে আনোয়ারুল করিম নামের একজন প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর ভাতিজা প্রকৌশলী হাসনাত করিম, হাসনাতের স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে ওই রেস্তোরাঁয় জিম্মি রয়েছেন। রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে তাঁর সঙ্গে হাসনাতের মুঠোফোনে কথা হয়। হাসনাত 'আছি, কোনোরকমে আছি' বলেই ফোন কেটে দেন। এরপর ১০টা ৪১ মিনিটে দ্বিতীয়বার কথা হয়। হাসনাত বলেন, 'ওরা আমাদের জিম্মি করে রেখেছে। আশপাশে পুলিশ থাকলে বলো গুলি না চালাতে। গুলি চালালে আমাদের মেরে ফেলবে।' এরপর ১১টা থেকে আর হাসনাতের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বলে আনোয়ারুল জানান।

আফতাব ফুডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার খান প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর ছেলে তাহমিজ খান রাত সাড়ে আটটার দিকে ওই রেস্তোরাঁয় খাবার কিনতে যান। অর্ডার দিয়ে তিনি খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময়ই সন্ত্রাসীরা সেখানে হামলা করে। তিনি বলেন, 'রাত ১০টার দিকে ছেলের সঙ্গে আমার সর্বশেষ কথা হয়। সে নিরাপদে আছে বলে আমাকে জানিয়েছিল। কিন্তু পরে আর যোগাযোগ করা যায়নি।' তাহমিজ গতকালই কানাডার টরন্টো থেকে ঢাকায় আসেন।

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

প্রথম আলো ১৯৯৮ - ২০১৬